খুচরো কথা - ১৩

প্রসঙ্গঃ তসলিমা'র দেশে ফেরা এবং...

নন্দিনী হোসেন

বাংলাদেশে এখন এমন সব অভাবনীয় ব্যাপার ঘটছে। এই সেদিনও যা ছিল চিন্তার বাইরে তাও ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। 'সংস্কার' শব্দটি নিয়েতো রীতিমত মহা হুলুস্থূল কান্ড শুরু হয়েছে। আজকাল এসব নিয়ে লিখতেও ইচ্ছা করেনা। কোথাকার জল যে কোথায় গড়াচ্ছে ! অনেক কিছুই ভালো মনে হচ্ছে আপাতত। তারপরও কিছু কিছু প্রশ্ন মাথার ভিতর বার বার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, যেসবের উত্তর সত্যি বেশ ধোঁয়াটে ! এত ধর-পাকর, আদালত-রিমান্ড, স্বীকারুক্তি - বি এন পি তো বটেই, আওয়ামী লীগেরও ত্রাহি মরণ দশা - কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, এসবের ভিতর কোথাও জামায়াত নেই ! জামায়াতের নাম গন্ধ নেই ! চারদলীয় জোট সরকারের সকল পাপের ভাগী শুধুই বি এন পি, আর জামায়াত এতটাই ধোয়া তুলসী পাতা - যাদের গায়ে ফুলের টোকা দেওয়ার দরকারও মনে করে না এই সরকার, এটা ঠিক হিসেবের সাথে যেন মিলছে না ! আমরা চাই যাদের ধরা হয়েছে, তাদের যেন এমন দৃষ্টান্ত-মুলক শাস্তি হয়, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর রাজনীতির নামে এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস না দেখায়। নিজেদের সকল দন্ডের উর্ধ্বে ভাবতে না পারে। আমরা চাই না কোন ছুতায় জামায়াতীরা পার পেয়ে যাক ! থাক সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যারা দেশের সংবিধানই মানে না,স্বাধীনতাকে স্বীকার করেনা, ধর্মের নামে জঙ্গীবাদ লালন করে - তারা পার পেয়ে যায় কি করে ! 'সংস্কার' নিয়ে যত হুলুস্থুলই করা হোক না কেন, যদি সাম্প্রদায়িক, এবং ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা না হয় - তাহলে সকল সংস্কারই বিরাট এক প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র গালে এ হবে বিরাট এক চপেটাঘাত। জামায়াতের রাজনীতি শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, যুদ্ধাপোরাধের দায়ে এদের শাস্তি নিশ্চিত করারও প্রয়োজন আজ - দেশকে সত্যিকার অর্থে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে।

যাই হোক। তসলিমা নাসরীনের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে একটি বিনীত আবেদন দিয়ে আমার এই লেখা শেষ করব। দেশে বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্যে আমার ছোট্ট এই আবেদন। আজ দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন দলীয় সরকারের পরিবর্তে সেনা সমর্থিত নির্দলীয় একটি সরকার দেশ চালাচ্ছে, যারা আজ সাহস করে নির্দ্ধিধায় এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে,যা কোন দলীয় সরকার কখনও নেওয়ার সাহস দেখাতনা। আর সেজন্যই এই সরকারের কাছে আবেদন, যেন তারা অন্তত মানবিকদিক বিবেচনায় হলেও তসলিমা'র উপর থেকে দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। জঙ্গী,খুনীরা দেশে বহাল তবিয়তে থাকতে পারলেও, একজন লেখক শুধু মাত্র তাঁর মতামত লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য দেশে ফিরতে পারবেন না, এটা লজ্জাজনক তো বটেই - তাছাড়া, মানুষের মৌলিক অধিকার

পরিপন্থীও। দেশে, মানবাধিকার, নারীঅধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেন,তাদের প্রতিও আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের আকুল আবেদন, তাঁরা যেন এ বিষয়ে এগিয়ে আসেন। সরকারের কাছে দাবী জানান। দেশের লেখকদের প্রতি আবেদন,তাঁরা যদি এগিয়ে আসেন, তসলিমা'র দেশে ফেরা নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হোন, তাহলে লেখক সমাজের উপর থেকে লজ্জার ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কারণ, তাঁরা মুখে যত প্রগতির কথাই বলুন না কেন, তসলিমা বিষয়ে সবাই মুখে কূলুপ এঁটে বসে আছেন ! এটা অবশ্যই লজ্জার এবং পরিতাপের বিষয় !

বিদেশে বসবাসরত নারীদের প্রতি আবেদন, আপনারা যে মতেই বিশ্বাস করেন না কেন, নিশ্চয় এটা অন্তত বিদেশে বসবাসের কারণে অনুভব করেন, নিজভূমে ফিরতে না পারার কষ্ট কতখানি মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে !

একজনের কন্ঠ যতই ক্ষীণ হোক, আমরা যদি সম্মিলিতভাবে কন্ঠ মিলাই, তাতে দেশের কর্ণধারদের কানে পৌঁছাবে, সে আশা করতে দোষ কোথায়? আমাদের সবার মতামত তসলিমা'র সাথে নাও মিলতে পারে, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু, তসলিমা কোন অপরাধ করেননি। তিনি অপরাধী নন। তাঁর লেখার প্রকাশভঙ্গি যাই হোক না কেন, তিনি মিথ্যা কিছু লিখেননি, এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে ! ধর্ম, পুরূষ শাসিত সমাজ,নারী অধিকার প্রসঙ্গে যা লিখেছেন সবই জাজ্বল্যমান সত্য !

আসুন, আমরা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কাছে একটি চিঠি অন্তত লিখি !? কত বিষয়েই তো কতকিছু লিখা হয়, আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ জানানো হয়, শুধু এই একটা বিষয়েই আমরা সবাই যেন অদ্ভুত ভাবে নীরব ! একেবারেই বোবা !

পরিশেষে, লুনা শীরিন এবং ভজন সরকারকে ধন্যবাদ বিষয়টি নিয়ে লেখার জন্য।

কল্যাণ হোক সকলের ।
০১/০৭/২০০৭

....

Nondini Hussain
Editor: www.satrong.org